

প্রজ্ঞাপনঃ ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং ১/৯৫

তারিখঃ ১৭-০৩-৯৫

পুলিশ বাহিনীর সকল ইউনিটে প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ হইতে বহু চিঠি, অভিযোগ, আবেদন-নিবেদন ও দরখাস্ত প্রেরিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত চিঠিপত্র, অভিযোগ, আবেদন-নিবেদন ও দরখাস্ত পাওয়ামাত্র উহা ইউনিটের প্রাপ্তি (জবপবরুৎঃ) রেজিস্টারে যথাযথভাবে ক্রমিক নম্বর দিয়া লিপিবদ্ধকরতঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া অনূর্ধ্ব পনের দিনের মধ্যে প্রেরণ (উবৎসংঃপয) নম্বর দিয়া প্রেরকের নিকট জবাব পাঠাইতে হইবে। পনের দিনের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পন্ন না হইলেও প্রাথমিক জবাব পাঠাইতে হইবে। জবাব প্রেরণে কোন বিলম্ব শৃঙ্খলা বহির্ভূত আচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, জনসাধারণ পুলিশ ইউনিটসমূহে যেই সকল চিঠিপত্র, অভিযোগ, আবেদন-নিবেদন ও দরখাস্ত প্রেরণ করিয়া থাকিবেন যথাসময়ে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রেরককে অবহিত করা হইলে পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পাইবে এবং সামগ্রিকভাবে পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি উন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে।

স্বাক্ষর

(এএসএম শাহজাহান)

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং প্রশাসন/৪৬-৮৭/২৭১ (১১৮)

তারিখঃ ০৭-৩-৯৫

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১।.....*

১৯।

স্বাক্ষর

(মোঃ হাদিস উদ্দিন)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

ফোনঃ ২৪৬৬৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং-১/২৫

তারিখঃ ২০-৩-৯৫

বিষয়ঃ পুলিশ ফোর্সের শৃংখলা, আচরণ ও মনোবল প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ পুলিশের উপর দেশবাসীর জীবন ও সম্পদ-এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের গুরুদায়িত্ব অর্পিত। এই পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য শৃংখলা, সদাচরণ, আন্তরিকতা, সততা ও পেশাগত জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। এই সকল গুণাবলী ফোর্সের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং কাজের মানের উৎকর্ষ ঘটায়। জীবনের ঝুঁকি নিয়া দায়িত্ব পালন করায় পুলিশের অনেক সদস্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাইয়াছেন। তাহাদের জন্য আমরা গর্ববোধ করি। একই সাথে এই কথাও সত্য যে, কিছু কিছু পুলিশ সদস্যের অসদাচরণ ও শৃংখলা ভঙ্গের জন্য পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়।

২। জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে না পারিলে পুলিশ কৃতকার্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না। বর্তমানে দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। ক্ষমতা অপব্যবহার, দুর্নীতি, অসদাচরণ ও অন্যান্য অসদুপায় অবলম্বনের জন্যই কখনও পুলিশ তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে থাকে। তাই ভাল ব্যবহার, মানবিক আচরণ এবং পেশাগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে দিয়াই পুলিশকে জনগণের সামনে উজ্জ্বলতার ভাবমূর্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে। পুলিশকে সেবার পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইতে হইবে।

৩। সম্প্রতি পুলিশের দায়-দায়িত্ব অনেক বাড়িয়াছে। পরীক্ষার হল হইতে শুরু করিয়া বিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পুলিশকে নিরাপত্তা বিধান করিতে হয়। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে খুনী, সন্ত্রাসী, ডাকাতি ও দস্যুসহ সকল অপরাধীদেরকে দৃঢ়তার সাথে আইন আমলে আনিতে হইবে।

৪। থানার সকল কর্মকর্তা যাহাতে থানায় আগত জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের বক্তব্য ধৈর্যসহকারে শোনে সেজন্য ইউনিট প্রধানগণ যথাযথ নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৫। সপ্তাহের প্রত্যেক শনিবার ইউনিট প্রধানগণ নিজ নিজ সদর দফতরে হাজির হইতে জনসাধারণের অভিযোগ শুনিবেন। কোন কারণে ঐ দিন হাজির থাকিতে না পারিলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার/সহকারী পুলিশ সুপারগণ আগন্তুকদের বক্তব্য শুনিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ইহা ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলিতেও জনগণের আবেদন শুনিতে সচেষ্ট থাকিবেন।

৬। অধীনস্থদের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিধিবদ্ধ নিয়ম মোতাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অধীনস্থদের সমস্যার কথা শুনিবেন ও সমাধানের চেষ্টা করিবেন। কারো কোন আবেদনপত্র তাহা ছুটি, বদলী ইত্যাদি যেই সংক্রান্তই হোক না কেন, কোন স্তরেই যাহাতে ইহার গতি বিলম্বিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

৭। নিয়ন্ত্রণাধীন ফোর্সের নেতা হিসাবে ইউনিট প্রধানগণের উচিত হইবে ফোর্সের আয়োজিত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সম্মেলনে যোগদান করা। এই ধরনের অংশগ্রহণ সকলকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিবে। এই সুযোগকে ব্যবহার করিয়া তিনি ফোর্সের সদস্যদের সং ও বৈধ আয়ের মধ্যে নৈতিক জীবনযাপন করিতে অনুপ্রাণিত করিতে পারিবেন।

৮। ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের জীবনকে সুশৃংখল ও সুন্দর করে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাহাদের জীবনে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুশীলন করিয়া অধীনস্থদের একই ধরনের জীবনযাপনের জন্য প্রভাবিত করিতে পারিবেন।

৯। মূল্যবোধ ও নীতিশাস্ত্র প্রশিক্ষণের পাঠ্য বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। চাকুরী জীবনের শুরুতে উপযুক্ত পেশাগত প্রশিক্ষণের সাথে সাথে মূল্যবোধ ও নীতিশাস্ত্র বিষয়েও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। প্রশিক্ষণের প্রথম অবস্থায় প্রশিক্ষণার্থীরা শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও সমবেদনা হইতে বঞ্চিত হইলে তাহাদের মধ্যে মানবীয় গুণাবলী বিবর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়সমূহ আচরণ ও চরিত্র গঠনের উপযুক্ত স্থান বলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে প্রথম হইতেই সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হইবে। পুলিশ একাডেমী ও ট্রেনিং স্কুলসমূহে ধর্মীয় অনুশাসন পালন প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের অংশ হইতে পারিবে।

১০। সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার যে সততার গুণাবলী ক্রয় করা যায় না। তাই কষ্ট করিয়া অর্জন করতে হয়। চাকুরীতে অনেক প্রলোভনদায়ক বিষয় রহিয়াছে, যাহা হইতে কেবলমাত্র সং ও আধ্যাত্মিকভাবে উদ্বুদ্ধ পুলিশ কর্মচারীগণ দূরে থাকিতে পারেন। ফোর্সের অধিনায়কের এই বিষয়ে দায়িত্ব রহিয়াছে। ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিজেদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটাইতে পারেন এবং সকলের জন্য অনুসরণীয় জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।

১১। এই পরিপত্রের অনুলিপি সমস্ত গেজেটেড অফিসারের নিকট অনুসরণের জন্য প্রেরণ করিবেন। পরিদর্শনকালীন পরিদর্শক কর্মকর্তাগণ ইহার বিষয়বস্তু সর্বস্তরের কর্মচারীদের পড়িয়া শুনাইবেন। মাসিক কল্যাণ সভা অথবা এই ধরনের অন্যান্য সম্মেলনে বিষয়টি তাহারা আলোচনা করিতে পারেন। এই সার্কুলারে নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য সন্নিবেশিত উপদেশসমূহ অনুশীলিত হইলে শৃংখলাজনিত ব্যবস্থাপনার উন্নতি হইবে এবং পুলিশ সদস্যগণের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করিবেন যাহা তাহাদেরকে সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করিবে।

১২। প্রাপ্তি স্বীকার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ

(এ. এস. এম. শাহজাহান)
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পুলিশ শাখা - ২ নং- স্বম/পু-২/পদক-১/৯৫/২৬৫ তারিখ ২০-৩-১৪০৩

প্রজ্ঞাপন

পুলিশ বাহিনীর সকল স্তরের সদস্যদের ইউনিফর্মের ডেকোরেশন ও প্রাইড অব পারফরমেন্স হিসাবে পরিধানের জন্য এবং সেই সঙ্গে তাহাদের চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা চিহ্নিত করিবার সুবিধার্থে ১০ (দশ) বৎসর ২০ (বিশ) বৎসর ও ২৭ (সাতাইশ) বৎসর চাকুরী সম্পন্নকারী সদস্যদের জন্য যথাক্রমে জ্যেষ্ঠতা পদক ১, জ্যেষ্ঠতা পদক ২ ও জ্যেষ্ঠতা পদক ৩, প্রবর্তন করা হইল। পদকের নাম, প্রাপ্যতার যোগ্যতা ও বিবরণ নিম্নরূপ :

১। পদকের নামঃ জ্যেষ্ঠতা পদক ১

(ক) পদক প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

(র) পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্য দশ বৎসর চাকুরী সম্পন্ন করিবেন সে সকল সদস্য এই সকল পদক প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

(রর) ১০ (দশ) বৎসর চাকুরীর খতিয়ানে কোন গুরুদণ্ড থাকিতে পারবে না।

(ররর) যে বৎসর ১০ (দশ) বৎসর চাকুরী পূর্ণ হইবে সেই বৎসর কোন বিভাগীয় মামলা। মূলতবী থাকিলে উহার নিষ্পত্তি হওয়ার পর পদক প্রদান করা যাইবে।

(খ) পদকের গঠন ও বর্ণনাঃ

(র) এই পদক তামার ধাতুতে তৈরি হইবে

(রর) পদকের উপরাংশে পুলিশ বাহিনীর জ্যেষ্ঠতা পদক বাংলায় লেখা থাকিবে। মধ্য ভাগে বৃত্তের মধ্যে শাপলা অংকিত থাকিবে। নিম্নাংশে জ্যেষ্ঠতা পদক ১ লেখা থাকিবে।

(ররর) পদকের অপর পার্শ্বে উপরে বাংলাদেশ লেখা থাকিবে। তাহার লতা-পাতাসহ শাপলা অংকিত থাকিবে।

(রা) পদকের ব্যাস ৩.৫ সেঃ মিঃ হইবে।

(টি) পদকের দৈর্ঘ্য ৪.৭ সেঃ মিঃ হইবে।

(আর) পদকের রিবন ৩.২ সেঃ মিঃ হইবে। ইহার ব্যাজ কালার সবুজ রং-এর হইবে রিবনের মধ্যস্থলে ৪ সেঃ মিঃ পরিমাণ একটি লাল রেখা থাকিবে।

(গ) পদকের ক্রমিক মান ও পরিধান পদ্ধতিঃ এই পদক বর্তমানে পুলিশ বাহিনীতে প্রচলিত পদকসমূহের ঠিক পরেই স্থান লাভ করিবে। বুকের বাম অংশে রিবনের সাহায্য এই পদক ঝুলন্ত অবস্থায় পরিধান করিতে হইবে।

২। পদকের নামঃ জ্যেষ্ঠতা পদক ২

(ক) পদক প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

(র) পুলিশ বাহিনীতে যে সকল সদস্য ২০ (বিশ) বৎসর চাকুরী সম্পন্ন করিবেন সে সকল সদস্য এই পদক প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হইবেন ॥

(রর) ২০ (বিশ) বত্র চাকুরী খতিয়ানে কেন গুরুদণ্ড থাকিতে পারিবে না।

(ররর) যে বৎসর ২০ (বিশ) বৎসর চাকুরী পূর্ণ হইবে সেই বৎসর কোন বিভাগীয় কোন মামলা মূলতবী থাকিলে উহা নিষ্পত্তি হওয়ার পর পদক প্রদান করা যাইবে।

(খ) পদকের গঠন ও বর্ণনাঃ

(র) এই পদক রৌপ্য ধাতুতে তৈরি হইবে।

(রর) এই পদকের আকার ও নকশা জ্যেষ্ঠতা পদক ১-এর ন্যায় হইবে। তবে উহাতে জ্যেষ্ঠতা পদক ২ লেখা থাকিবে।

(ররর) পদকের জন্য ব্যবহৃত রিবন ৩.২ সেঃ মিঃ চওড়া হইবে। ইহার রং রয়েল ব্লু হইবে।

(রা) রিবনের মধ্যস্থলে ৪ সেঃ মিঃ পরিমাণ ২টি লম্বা লাল রেখা থাকিবে। এই ২টি লম্বা লাল রেখার ১টি হইতে অন্যটির দূরত্ব ৪ সেঃ মিঃ হইবে।

।

(গ) পদকের ক্রমিকায়ন ও পরিধান পদ্ধতিঃ এই পদকের জ্যেষ্ঠতা পদক ১-এর পরেই স্থান লাভ করিবে। ইহা বুকের বাম পাশে রিবনের সাহায্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পরিধান করিতে হইবে।

৩। পদকের নামঃ জ্যেষ্ঠতা পদক ৩

(ক) পদক প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

(র) পুলিশ বাহিনীর যে সকল সদস্য ২৭ (সাতাশ বছর) চাকুরী সম্পন্ন করিবেন সেই সকল সদস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হইবে।

(রর) ২৭ (সাতাশ) বৎসর চাকুরীর খতিয়ানে কোন গুরুদণ্ড থাকিতে পারিবে না।

(ররর) যে বৎসর ২৭ (সাতাশ) বৎসর চাকুরী পূর্ণ হইবে সেই বৎসর কোন বিভাগীয় মামলা মূলতবী থাকিলে উহার নিষ্পত্তি হওয়ার পর পদক প্রদান করা যাবে।

(খ) পদকের গঠন ও বর্ণনাঃ

(র) এই পদক রৌপ্য ধাতুতে তৈরি হইবে।

(রর) ইহা আকার ও নকশা জ্যেষ্ঠতা পদক ১-এর অনুরূপ হইবে। তবে ইহাতে জ্যেষ্ঠতা পদক ৩ লেখা থাকিবে।

(ররর) এই পদকের রিবন ৩.২ সেঃ মিঃ চওড়া হইবে। ইহা আকাশী রং-এর হইবে রিবনের মাধ্যাংশ ৪ সেঃ মিঃ দীর্ঘ তিনটি লাল রেখা থাকিবে। রেখাগুলির প্রত্যেকটি পরস্পর দূরত্ব ৪ সেঃ মিঃ হইবে।

(ঘ) পদকের ক্রমিকায়ন ও পরিধান পদ্ধতিঃ এই পদক জ্যেষ্ঠতা পদক ২ পরেই স্থান লাভ করিবে। ইহা বুকের বাম দিকে রিবনের সাহায্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পরিধান করিতে হইবে। ব্যাখ্যা ও চাকুরী বহিতে গেজেটেড অফিসারদের ক্ষেত্রে প্রাক-জ্যেষ্ঠতাসহ সরকারি চাকুরী নিয়োজিত থাকার মেয়াদকাল বুঝাইবে। অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তাহার নিয়োগ প্রাপ্তির তারিখ হইতে চাকুরীতে থাকার মেয়াদকাল বুঝাইবে।

৪। জ্যেষ্ঠতা পদক প্রদান, প্রত্যাহার ও পুনঃপ্রদানঃ

(ক) ইন্সপেক্টর জেনারেল যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে অথবা তাহার নিজ উদ্যোগে উপরে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে যোগ্য পুলিশ কর্মকর্তা কর্মচারীকে জ্যেষ্ঠতা পদক ১, জ্যেষ্ঠতা পদক ২ ও জ্যেষ্ঠতা পদক ৩ প্রদান করিতে পারিবেন এবং পদক প্রাপ্তদের কেহ যদি পুলিশ বাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় পালাইয়া যান, পুলিশ বিভাগের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজে লিপ্ত হন অথবা আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রদত্ত হন তাহা হইলে পদক প্রাপ্তগণের তালিকা হইতে তাহার নাম কাটিয়া দিতে এবং প্রদত্ত পদক প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং-৩/৯৫

তারিখঃ ২৭-৩-৯৫

বিষয়ঃ মানবাধিকার রক্ষা ও আইনসম্মতভাবে দায়িত্ব পালন।

আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, সেবার মান উন্নয়ন, শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা ও সুনাম বৃদ্ধি, মনোন্নয়ন, পুলিশ-জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর সম্প্রীতি ও সোহাদ্য বৃদ্ধি, মানবাধিকার ও মানবিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনে নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি ও সংগঠনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করিবার লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ সততা ও নিষ্ঠার সহিত আইনসম্মতভাবে নিম্নোক্ত মৌলিক নীতিসমূহ অনুসরণ করিবেন।

(১) পুলিশের নিকট সাহায্য প্রার্থী সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিতে হইবে এবং ধৈর্যসহকারে বক্তব্য শুনিয়া দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নিতে হইবে।

(২) অপরাধমূলক আচরণের নির্যাতন হইতে সকল ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে হইবে এবং ধৈর্যসহকারে বক্তব্য শুনিয়া দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নিতে হইবে। অপরাধের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি আইনগত সম্ভাব্য সব রকম মানবিক সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি, সমবেদনা ও সম্মানবোধ থাকিতে হইবে এবং তাদের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হইবে।

(৪) শিশু, নারী ও বয়স্কদের নিরাপত্তার প্রতি সব সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের আইনগত কারণ না থাকিলে তাকে গ্রেফতার করা যাইবে না।

(৬) সকল আটক ব্যক্তির সহিত মানবিক আচরণ করিতে হইবে। আটক ব্যক্তির উপর কোনরূপ শারীরিক নির্যাতন বা অসদাচরণ করা যাইবে না।

(৭) আটক ব্যক্তি সম্পর্কে দ্রুত আইন ও বিধিসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং পুলিশ হেফাজতে থাকাকালে প্রয়োজনে তাহার জন্য চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(৮) আইনের বিধান মোতাবেক প্রয়োজন না হইলে কোন অবস্থায় শক্তি প্রয়োগ বা আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যবহার করা চলিবে না। যদি কোন সময় আইনানুগ দায়িত্ব পালনের জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন ও আইনসম্মত তাহার চেয়ে বেশি প্রয়োগ করা যাইবে না। এই নীতিমালা বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে অবহিত করিয়া প্রচলিত আইন ও বিধিমালার মধ্যে ইহার যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করিবেন।

স্বাক্ষর

(এ. এস. এম. শাহজাহান)

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং ৪

তারিখঃ ০৩-৯-৯৫

বিষয়ঃ নারী ও শিশু অধিকার।

পুলিশ বাহিনীর উপর দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা এবং সমাজজীবনের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। এই দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পুলিশকে সর্বজনীন মানবাধিকার রক্ষা এবং বিশেষভাবে নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

আমাদের দেশের নারী ও শিশুরা অনেক সময় নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় এবং সুযোগ পাইলেই এক শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী তাহাদের উপর নানাভাবে নিপীড়ন চালায়। নারী ও শিশুদের জিম্মি করিয়া টাকা আদায় করা হয়। সুযোগ সন্ধানী দুষ্কৃতকারীরা নারী ও শিশুদের বিদেশে পাচার করে দেয় বা পতিতালয়ে বিক্রি করে। এসিড নিক্ষেপ করিয়া অনেক সময় তাহাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দেওয়া হয়। যৌতুকের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই নারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্চিত হইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিশু তাহার ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি পায় না।

নারী ও শিশুদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচার অত্যন্ত অমানবিক ও ঘৃণিত কাজ। অন্যান্য অপরাধ দমনের পাশাপাশি নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল অপরাধ দমনে পুলিশ সদস্যগণকে সব সময় সক্রিয় থাকিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের আইন অনুযায়ী দ্রুত গ্রেফতার করিয়া বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ করিতে হইবে।

নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের যথাযথ বিচারের জন্য দেশের সম্পত্তি নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ পাস হইয়াছে। এই আইনটি যাহাতে যথাযথভাবে বলবত হয়, সেদিকে পুলিশকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। আইন প্রয়োগকারী যদি নিজেই আইন লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত হয় তবে তাহার বিরুদ্ধেও দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই আইনের বিধান। রক্ষক যদি ভক্ষক-এর ভূমিকা গ্রহণ করে তবে আইন অনুযায়ী তাহার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ করা হইলে তাহাতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি সর্বসাধারণের আস্থা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা সহজ হয়। পুলিশ সদস্য কর্তৃক দায়িত্ব পালনকালে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের এমন কোন অবস্থিতি ও অস্বচ্ছ আচরণ করা উচিত নয় যাহা জনমনে সন্দেহ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করিবে।

পুলিশের সকল সদস্যের মধ্যে নারী ও শিশুদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বতন কর্মকর্তাগণ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নারী ও শিশুদের প্রতি শালীনতা বোধ বজায় রাখার দিকে যত্নবান হইতে হইবে। প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহ এই বিষয়ে প্রশিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রাণিত করিবার লক্ষ্যে সিলেবাস প্রণয়নসহ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষায় পুলিশের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার সঙ্গে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। জেলা ও থানা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ এইজন্যও স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়া সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করিবেন এবং আইন প্রয়োগ ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সর্বশ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা লাভে সচেষ্ট থাকিবেন। জেলার সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাগণ এই উদ্যোগ সফল করিয়া তোলায় জন্য থানার পুলিশ কর্মকর্তাগণকে উদ্বুদ্ধ করিবেন এবং নিজেরাও এই সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন। সততা, নিষ্ঠা ও সহমর্মিতা দ্বারা জনমনে আস্থা বৃদ্ধি এবং পুলিশ যে জনগণের প্রকৃত বন্ধু ও সেবক যথাযথভাবে আইনানুগ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখিতে হইবে।

সমকালীন পরিস্থিতির আলোকে নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় পুলিশের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সামাজিকভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও পুলিশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে অনেকটা সহায়ক হইবে।

স্বাঃ

(এ. এস. এম. শাহজাহান)

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং-৫

তারিখ ও ৫৯-৯৫

জনসেবার মহৎ আদর্শ রূপায়নে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অধিকতর নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

পুলিশের সমস্ত ইউনিটের সকল সদস্যগণ দিন-রাত্রি বিরামহীন পরিশ্রম করিয়া দেশের সর্বত্র আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং অন্তর্হীন ত্যাগ-তিতিক্ষা দ্বারা জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলের ইজ্জত, সম্মান ও অধিকার রক্ষার কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রহিয়াছে। এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়া পুলিশের অনেক সদস্য প্রতিনিয়ত মারাত্মক হামলার সম্মুখীন হইয়াও নিজেদের জীবনের উপর প্রবল ঝুঁকি নিয়া পরম বিশ্বস্ততার সহিত কর্তব্য পালন করিতেছে।

২। তথাপি, সাম্প্রতিকালে কোন এলাকায় গুটিকয়েক পুলিশ সদস্য হঠকারিতা এবং বেআইনি ও বিধিবিহীন কমান্ডের ফলে সারাদেশের পুলিশের সকল সদস্য মান-মর্যাদা ভুলুষ্ঠিত সকলের কষ্টার্জিত সুনাম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যাহা কাহারো কাম্য নয়। এইরূপ অব্যক্ত অপরাধমূলক কাজের জন্য দায়ী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে আইনগত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পুলিশ সদস্য কর্তৃক কোন বিধিবিহীন অসঙ্গত ও অপরাধমূলক কাজের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হইলে অনেক বিব্রতকর পরিস্থিতি অতি সহজেই এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হয় এবং পুলিশের বিরুদ্ধে কাহারো কোন ক্ষোভ সৃষ্টির অবকাশ থাকিবে না।

৩। আমাদের তাই লক্ষ্য রাখতে হইবে, আইন-শৃংখলা রক্ষা ও অপরাধ দমনের কাজে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যগণ যেন সততা, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখিয়া পরিপূর্ণ নিয়মনিষ্ঠার সহিত তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করিবেন। আমাদের সকলের স্বার্থে কোন পুলিশ সদস্য যদি তাহার অন্য কোন সহকর্মীর সরকারি কর্তব্য সম্পাদনে বা ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অন্যায় আচরণ সম্পর্কে অবহিত থাকেন, তাহা অবশ্যই উদ্ধতন কর্মকর্তার নজরে আনিবেন। ইহা ব্যতীত কোন ক্ষেত্রে পুলিশ-এর কাজে কোন আইন ও নীতিবিহীন অপরাধমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হইলে তাহা কোন অবস্থাতেই গোপন না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়া যথাযথ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হইবে যাহাতে জনমনে কোন সন্দেহ বা ক্ষোভের সঞ্চার না হয়।

৪। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অংশ মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যগণ যেই অসাধারণ গৌরব ও যশের অধিকারী হইয়াছেন এবং প্রতিনিয়ত সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত দায়িত্ব পালন করিয়া এবং মানুষের জালমাল এবং ইজ্জত রক্ষা করিতে গিয়া প্রয়োজনে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া জনমনে যেই আস্থা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে, আমাদের কাহারো অন্যায় আচরণের জন্য তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় সেদিকে সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হইবে। সকল পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আত্মসচেতন হইতে দৃঢ়তার সহিত দায়িত্ব পালন করিয়া পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল করিয়া তোলার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস চালাইতে হইবে। এই হইবে আমাদের সকল মহত্তর প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য।

৫। মনে রাখিতে হইবে, কেবল আইনের চোখে সকল মানুষ সমান হইলে চলিবে না আইন প্রয়োগকারীর চোখেও সকলকে সমান হইতে হইবে।

৬। পুলিশ অফিসারগণ স্ব-স্ব এলাকার জনগণের সহিত নিয়মিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করিয়া তাহাদের মধ্যে অব্যাহতভাবে দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধি ও ভাল কাজের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট থাকিবেন।

৭। দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত পুলিশ বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যকে জনসেবার ব্রতে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে যেন সর্বসাধারণের মনে এই বিশ্বাস সব সময় অক্ষুণ্ণ থাকিবে যে, বাংলাদেশ পুলিশ প্রকৃতই জনগণের পুলিশ।

স্বাঃ

(এ. এস. এম. শাহজাহান)

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-এআর/১৬৩-৯০/৩৭৯৪

তারিখঃ ০৬/১১/৯৫

বিষয়ঃ বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে।

অবৈধ/বিধিবিহীন কার্যকলাপের সহিত জড়িত পুলিশ কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন বিরূপ মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ
(মুহাম্মদ নূরুল হুদা)
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (প্রশাসন)
বাংলাদেশ, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৩৩৭৩৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং অপরাধ/৯৮৮-৯৫ (সাধারণ-৩৮)/৪২১৪ (৭০)

তারিখঃ ২১-১১-৯৫

প্রতি,

১।*

২।*

বিষয়ঃ জেলা পুলিশের নবসৃষ্ট গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) চাটার অব ডিউটিস তৈরি প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে জেলা পুলিশের জন্য নবসৃষ্ট ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চেচ চাটার অব ডিউটিস সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হইল।

স্বাঃ
(মুহ. আবদুল হান্নান খান)
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)
বাংলাদেশ, ঢাকা।
ফোনঃ ২৪১৪১৪

জেলা পুলিশের জন্য নবসৃষ্ট ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চেচ চাটার অব ডিউটিস

১। অপরাধ সংক্রান্ত গোপন তথ্য সংগ্রহকরণ এবং পুলিশ সুপার ও প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ।

২। থানায় রুজুকৃত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের কেবলমাত্র পুলিশ সুপারের লিখিত অনুমোদনক্রমে তদন্তকরণ।

৩। তদন্তের জন্য হাওলাকৃত মামলাসমূহ উদঘাটন, আসামী গ্রেফতার এবং চোরাই মালামাল উদ্ধারকরণ।

প্রজ্ঞাপন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং-৬

তারিখঃ ১৬-৯-৯৫

দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতা

১। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের জানমাল, অধিকার ও সম্ব্রমের নিরাপত্তা প্রদান, জনজীবনে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও সফলতার সঙ্গে অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ সার্ভিসের সদস্যগণকে সদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

২। মনে রাখিতে হইবে, আইন সবার জন্য সমান। তাই প্রত্যেককে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগসহ অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। পুলিশের নিকট কেউ কোন অভিযোগ করিলে বিধি অনুসারে তাহা গ্রহণ করিয়া দলমত নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে আইনগত পদক্ষেপ নিতে হইবে। পুলিশের সকল সদস্যকে কোনরূপ চাপের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া বরং সব ধরনের অবৈধ প্রভাব ও প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। কোনরূপ ভয়ভীতি, অনুগ্রহ, অনুরাগ, বিরাগ বা স্বজনপীতির বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন ও বিধি অনুযায়ী যথাযথ আচরণ করিতে হইবে।

৩। গণমানুষের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বন্ধন গড়িয়া তুলিয়া সকলের জীবন, সম্পত্তি, অধিকার, মান-মর্যাদা ও সম্ব্রম রক্ষায় জরুরী পদক্ষেপ নিতে হইবে। আর সেই সঙ্গে সকল উত্তেজনার পরিস্থিতিতে ঈর্ষ ও সংযম সহকারে ধীরস্থিরভাবে আইন ও বিধি সম্মতভাবে কাজ করিতে হইবে।

৪। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাহাদের সকল কর্মকাণ্ডে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা, সমতা এবং জবাবদিহিতা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের অধীনস্থ সকলকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিবেন। তাহা একদিকে অধীনস্থদের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে এমনকি প্রয়োজনে পারিবারিক ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলি দূর করিয়া আন্তরিক উদ্যোগ নিবেন এবং অন্যদিকে তাহাদের শৃংখলা বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। ইউনিট প্রধানসহ সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের লক্ষ্য রাখতে হইবে যেন পুলিশ সার্ভিসের সদস্যগণ কোন অবস্থাতেই আইন ও বিধিবিহীনতায় অন্যায় আচরণ না করে। পুলিশের কোন সদস্য যদি অপরাধে লিপ্ত হয়, কিংবা অপরাধ করিতে মদদ যোগায় তাহা হইলো সামগ্রিকভাবে গোটা পুলিশ সংগঠনের ভাবমূর্তি কালিমায়ুক্ত হয়। তাই পুলিশ সার্ভিসের সুনামের লক্ষ্যে এবং বৃহত্তর জনস্বার্থে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশের প্রত্যেকটি সদস্যকে যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিতে হইবে, যাহাতে জনগণের সেবক হিসাবে পুলিশ তাহাদের বন্ধুর মত পাশে দাঁড়াইতে পারে।

স্বাঃ

(এ. এস. এম. শাহজাহান)

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ।

বাংলাদেশ

৪। কেবলমাত্র পুলিশ সুপার কর্তৃক হওলাকৃত অভিযোগ/আবেদনপত্র অনুসন্ধান পূর্বক পুলিশ সুপারের নিকট প্রতিবেদন পেশকরণ।

৫। মামলা তদন্তকালে কেস ডায়েরী সংশ্লিষ্ট সার্কেল এএসপি-এর নিকট প্রেরণ।

৬। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর-এর পিডি সংশ্লিষ্ট এএসপি সদরের মাধ্যমে পুলিশ সুপারের নিকট প্রেরণ।

৭। জেলা শাখার ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের অপারেশনাল কার্যক্রম প্রচলিত আইন এবং পুলিশ রেগুলেশন মোতাবেক পরিচালনা।

সার্বিক তত্ত্বাবধান।

পুলিশ সুপারের সার্বিক তত্ত্বাবধানেই জেলার ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। অফিস পুলিশ সুপারের অফিসেই ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের অফিস স্থাপিত হইবে।